গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ৫ - ১১ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সিলেবাসে ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদ ইতিহাস কংগ্রেসে

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে যে ভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে, তার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনে। সিলেবাসের এই সংশোধনের বিরুদ্ধে সেখানে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। গৃহীত এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর ৩১ ডিসেম্বর এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন,

তেলেঙ্গানা রাজ্যের ওয়ারাঙ্গলে কাকাতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৮২তম অধিবেশনে 'জাতীয় শিক্ষানীতির অবকাঠামোয় ইতিহাস' শীর্ষক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে 'আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের একটি অতিরঞ্জিত ও বেঠিক দৃষ্টি' উপস্থাপনা করা, 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'— যা কিনা 'জাতপাত জর্জরিত উদাহরণ সহ প্রাচীনকালের রচনায় পরিপূর্ণ'— তাকে অবশ্যপাঠ্য করা, তৎসহ আর্যজাতির ইতিহাসকে অদ্ভুত কায়দায় ভুলভাবে তুলে ধরা, মুঘল সম্রাট আকবরকে ভারতের বিস্তৃত ইতিহাসের সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি সবই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সুরে মেলানো।

তিনি বলেন, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এই ইতিহাস কংগ্রেসে জেএনইউ-এর আদিত্য মুখার্জী, এএমইউ-এর আলি নাদিম রিজভি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর মহালক্ষ্মী প্রমুখের মতো প্রথম সারির ইতিহাসবিদরা উপস্থিত ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবি করছি, ইউজিসি, এনসিইআরটি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের এই মূল্যবান মতামতকে গুরুত্ব দিন এবং এখনও পর্যন্ত ইতিহাসের সিলেবাসে যে সব 'সংশোধন' করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করুন।

৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি! রামা কৈবর্ত-রহিম শেখের কী এল-গেল

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলবল দেশ জুড়ে প্রচার চালাচ্ছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে তাঁরা 'উন্নত' দেশে পরিণত করে দেবেন। আপাতত ২০২৫ সালের মধ্যেই দেশকে পৌঁছে দেবেন ৫ ট্রিলিয়ন (লক্ষ কোটি) ডলারের অর্থনীতিতে।

দেশ যদি 'উন্নত' হয়, দেশের অর্থনীতি যদি দ্রুত হারে শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে তবে দেশবাসী হিসাবে সকলেরই ভাল লাগার কথা। কারণ, দেশের উন্নতি মানে তো দেশের মানুষের উন্নতি— তাদের ভাল থাকা, ভাল খাওয়া-পরা, শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, বেকারদের কর্মসংস্থান।

প্রশ্ন হল, অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির আদৌ কি কোনও সম্পর্ক আছে? এক কথায় বললে— না, নেই। তা হলে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক বৃদ্ধির কথা এত গর্ব করে বলছেন কেন?

সেই উত্তর খোঁজার আগে দেখে নেওয়া যাক আর্থিক বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের সামগ্রিক পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনই হল দেশের আর্থিক উৎপাদন। এই উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের নিরিখে যে হারে বাড়ে তাকে সেই দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বলে। দেশের এই মোট উৎপাদনকেই প্রধানমন্ত্রী ৫ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। বর্তমানে অর্থনীতির আনুমানিক বহর ৩.৫ লক্ষ কোটি ডলার। '২৫ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না, সেই বিতর্কে আমরা যাব না। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতো প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেছেন, সেটা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তার জন্য বছরে বৃদ্ধির হার হওয়া দরকার কমপক্ষে ১৬ শতাংশ। বর্তমান বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। ফলে ব্যাপারটা যে অসম্ভব তা বলাই যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ

পাটনা ও কলকাতা (বাঁদিক থেকে)

কাশ্মীরের জনগণকে কি সেনাবাহিনীর হাতেই ছেড়ে দিল বিজেপি সরকার

কাশ্মীরের মানুষের ভালমন্দের দায়িত্ব কার? সরকারের না সেনাবাহিনীর ! কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি কাশ্মীরে গিয়ে যা বলে এসেছেন, তার মানে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এটাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের বড় অংশের মানুষের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়েছেন একদিকে সেনাবাহিনী, অন্য দিকে নানা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই। তিনি পুঞ্চের টোপা মাস্তানদারার গ্রামে গিয়ে সেনাবাহিনীর অত্যাচারে নিহত নিরীহ তিন ভারতীয় নাগরিকের পরিবারকে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে বলেছেন, সেনাবাহিনীর কাজ 'জাতিকে রক্ষা' করা এবং 'মানুষের মন জয় করা'। কাশ্মীর ছাড়া দেশের অন্যত্র যে কোনও বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে বিষয়টি অদ্ভুত শোনাবে, কারণ সেনাবাহিনীর কাজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করা। তাঁরা অবাক হবেন যে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কথিত এই দুটি কাজ কবে থেকে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিল! 'জাতি' বলতে মন্ত্রীমশাই কী বলতে চেয়েছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু মানুষের মনের খবর রাখার কথা তো নির্বাচিত সরকারের! যদিও কাশ্মীরবাসী মাত্রই রাজনাথজির তত্ত্বকে হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, যেমনটা তাঁরা বুঝে চলেছেন বছরের পর বছর ধরে।

২০১৯-এর ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার জোরগলায় বলে চলেছে কাশ্মীরের মানুষের জীবন এখন নতুন খাতে বইছে। সন্ত্রাসবাদী হামলা, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ এখন অতীত, শান্তির

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভেতরের পাতায়

- মার্ক্সের চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এঙ্গেলস ঃ ভি আই লেনিন - পৃ. ৩
- বঞ্চনার শিকার বাংলাদেশের পোশাক শিল্প শ্রমিকরা- পৃ. ৫
- শহিদ কনকলতা শতবর্ষ উদযাপন - পৃ. ৭

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন এআইডিএসও-র

তীব্রতর করার আহ্বান জানিয়ে ২৮ ডিসেম্বর রাজ্যে রাজ্যে পালিত হল এআইডিএসও-র ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড মৃদুল সরকার, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামসুল আলম, চন্দন সাঁতরা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। এ দিন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে সর্বত্র মিছিল, আলোচনা সভা, সমাবেশ হয়। কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিল হয়। কলেজ স্ট্রিটে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। শিলিগুড়ি শহরে মিছিল ও বাঘাযতীন পার্কে প্রকাশ্য সভা হয়। কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা,

কলকাতা

নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় ও ক্যানিং সাংগঠনিক জেলায় প্রতিবাদ সভা, মিছিল, বুকস্টল হয়। দিল্লি সহ প্রায় সব রাজ্যেই প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়।

দিল্লি

পশ্চিম মেদিনীপুর

কোচবিহার

প্রতাপগড়, উত্তরপ্রদেশ

চাইবাসা, ঝাড়খণ্ড

মিড-ডে মিল কর্মী সংগঠনগুলির যুক্ত কনভেনশন

সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনে মিড-ডে মিল কর্মীদের পাঁচটি সংগঠনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিড-ডে মিল কর্মী ঐক্যমঞ্চ। বেতন বৃদ্ধি, ১২ মাসের বেতন, ছাত্র-ছাত্রীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে এবং গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে যুক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর।

সংগঠনগুলি হল— সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন (এআইইউটিইউসি), পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন (সিআইটিইউ), পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামী রন্ধনকর্মী (মিড-ডে মিল) ইউনিয়ন (এআইসিসিটিইউ), অ্যাসোসিয়েশন অফ মিড ডে মিল অ্যাসিস্ট্যান্টস, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগারী ও রাধুঁনি ইউনিয়ন। কনভেনশনে আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী বিনায়ক সেন, কুমার রানা সহ বিশিষ্টজন।

মূল প্রস্তাব রাখেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা। এর উপর আলোচনা করেন সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধি এবং মিড-ডে মিল কর্মীরা। কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই মঞ্চকে শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর সরকারি বঞ্চনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্যা মাহফুজা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস।

এআইএমএসএস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এআইএমএসএস)-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩০ ডিসেম্বর শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক হাইস্কুলে। এদিন সকালে নোনাকুড়ির বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে সম্মেলন স্থলে পৌঁছায়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলনে নারী নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার বন্ধ, বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবি প্রদর্শনের প্রতিবাদ, খুন-ধর্ষণ বন্ধ সহ স্কিম ওয়ার্কারদের ন্যূনতম বেতন ও সম কাজে সম মজুরির দাবিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি মাধবী প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি। সিক্তা মাজীকে সভাপতি, প্রতিমা জানাকে সম্পাদক, মায়া খামরইকে কোষাধ্যক্ষ করে ৮৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন তিন শতাধিক মহিলা।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ কৃষ্ণনগরে

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল মোড়ে মিড-ডে মিল কর্মীদের পথ অবরোধ হয়। কর্মসূচিতে শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com